যুগান্তর

তারিখ 24 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

# ৪ সম্পাদকীয়

যুগান্তর

রবিবার, ১০ আষাঢ় ১৪১৪
Sunday, 24 June, 2007

## কলেজে ভর্তির নীতিমালা

পরীক্ষা অনুষ্ঠান, পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও ফল প্রকাশ সঠিকভাবে হইলে পরবর্তী পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে উহাই হওয়া উচিত ভিত্তি। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে 'ভর্তি পরীক্ষা'র প্রয়োজন আসলে নাই। অথচ উহাই চলিয়া আসিয়াছে। ছাত্রছাত্রীদের বাড়তি ভোগান্তি হইয়াছে, অভিভাবকদেরও হইয়াছে অহেতুক ব্যয়। উচ্চতর পর্যায়ে ভর্তিতে অনিয়মও কম হয় নাই। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভোনেশনের নামে চাঁদাও আদায় করা হইয়াছে। এই সংস্কৃতি হইতে ক্রমে বাহির হইয়া আসা প্রয়োজন। সরকার ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে এইচএসসিতে ভর্তির ক্ষেত্রে কোনরূপ পরীক্ষা না লইতে বলিয়া ভর্তি ফিও সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। নির্দিষ্ট সময়ে ভর্তির কাজ সম্পন্ন করিয়া ক্লাস আরম্ভ করিতে হইবে। নির্দিষ্ট ফি দিয়া অবশ্য বিলম্বেও ভর্তি হইতে পারিবে ছাত্রছাত্রীরা। ভর্তি ফি আদায়ে এতদিন যেই অরাজকতা চলিয়াছে, উহা রোধ হইলেই সকলে খুশি হইবে। সরকার স্পষ্টভাবে বলিয়াছে, কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভর্তির ক্ষেত্রে নীতিমালা ভঙ্গ করিলে তাহাদের অনুমোদন ও এমপিওভুক্তি বাতিল করা হইবে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেলায় অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে লওয়া হইবে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ। কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে এইরূপ নীতিমালা ঘোষিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের সহিত অভিভাবকরাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবেন। সকলেই এখন দেখিতে চাহিবে ভর্তির জন্য আবেদনকারীদের বাছাইয়ে কোনরূপ ত্রুটি ঘটে কিনা। অদক্ষতার কারণে ভুলভ্রান্তি ঘটিলেও উহা হইবে দুর্ভাগ্যজনক। এইবার দেখা গেল, ৯২ হাজার পরীক্ষার্থীর এসএসসির ফলে গোলমাল; গ্রেডিংয়ে ভুল হইয়াছে। যাহাদের কারণে ভুলটি হইয়াছিল, তাহারাই উহা চিহ্নিত করিয়াছেন। শাস্তির ভয়ে তাহারা নিজেদের ভুল চাপিয়া গেলে ঐ বিরাটসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর প্রতি বড় অবিচার করা হইত। এইরূপ অভিজ্ঞতার পর যেই কোন ফল প্রকাশ বা আবেদনপত্র বাছাইয়ে সংশ্লিষ্টদের থাকিতে হইবে খুবই সতর্ক। ক্রস চেকের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। ভর্তির চাপ বেশি থাকিবে— এমন কলেজগুলিতে বাছাইয়ে ভুলের বিরুদ্ধে সতর্কতাও থাকিতে হইবে বেশি। দ্রুত বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়াও কাম্য, যাহাতে কর্তৃপক্ষ ভর্তিচ্ছুদের অভিযোগ খতাইয়া দেখিতে পারে। বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কলেজগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে ১০ ভাগ কোটা রাখা হইয়াছে গ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য। বিদ্যমান শিক্ষা বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে এইরূপ কোটা রাখিতেই হইবে। স্কুল এন্ড কলেজে নিজেদের শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে অগ্রাধিকার প্রদানের সুযোগ লইয়াও কেহ আপত্তি করিবে না। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষা বোর্ডের নিবিড় নজরদারি থাকিতে হইবে। এইবারের এসএসসির ফলে পাসের হার কমিলেও জিপিএ-৫ প্রাপ্তি বাড়িয়াছে। সকল পাবলিক পরীক্ষায়ই জিপিএ-৫ প্রাপ্তি মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রমাণ। জিপিএ-৩.৫ বা তদূর্ধ্ব পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও কম নহে। সমস্যা হইল, তাহাদের ভর্তির জন্য যথেষ্ট মানসম্পন্ন কলেজ নাই। সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়াই বিভিন্ন কলেজে ভর্তির চেষ্টা করিবে এসএসসি পাস শিক্ষার্থীরা। উহার মধ্যে রাজধানীসহ বিভাগীয় শহরগুলির হাতেগোনা কলেজে কতটা চাপ সৃষ্টি হইবে সহজেই অনুমেয়। ভালো যে, এইবার কোন কলেজকেই ভর্তি পরীক্ষা লইতে হইবে না। শিক্ষাবর্ষের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভর্তি পরীক্ষা লইয়া কলেজ শিক্ষক এবং স্টাফদের ভোগান্তিও কম হয় না। এখন কেবল পাবলিক পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। এইভাবে ভর্তির প্রক্রিয়া স্থায়ী করিয়া দেওয়াই মঙ্গলজনক। তাহা হইলে বোর্ড পরীক্ষাতেই শিক্ষার্থীরা ঢালিয়া দিবে তাহাদের সর্বোচ্চ মনোযোগ। কোচিং সেন্টারে ছোটাছুটিসহ অভিভাবকদের পুনঃ পুনঃ দুশ্চিন্তাও দূর হইবে। পাবলিক পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ভর্তির ব্যবস্থার দিকে আগাইতে হইলে পরীক্ষার্থী মূল্যায়নও হইতে হইবে ত্রুটিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য। উহা না হইলে আবার মেধা যাচাই এবং শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন ব্যাহত হইবে। মাঝারি মেধার শিক্ষার্থীদেরও মানসম্পন্ন কলেজে পড়িবার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এই জন্য সকল স্তরে ভালো কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের জোগাইতে হইবে সহায়তা। যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব মিটাইতে উপযুক্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও গড়িয়া তুলিতে হইবে। সরকার সরাসরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কম করিয়া সহায়ক ক্ষেত্রগুলিতে অধিক মনোযোগ দিলেই হয়তো বেশি ফল মিলিবে। ইহারই অংশ হিসাবে প্রতি বৎসর পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং ফল প্রকাশের সময়সূচিও নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে সরকার। প্রস্তুতিমূলক ও পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং ফল প্রকাশ ও ভর্তির মধ্যকার সময়ের ব্যবধান কমাইয়া আনিতে সরকারের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। আমরা আশা করিব, সময়মতো সুষ্ঠুভাবে ভর্তি হইয়া ছাত্রছাত্রীরা আত্মপ্রত্যয়ের সহিত শিক্ষা গ্রহণের নূতন পর্যায়টি শুরু করিতে পারিবে। ঝরিয়া যাওয়া এবং অধিকতর শিক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছুকদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ বাড়াইতেও আগাইয়া আসিতে হইবে সরকারকে।